



1693 - দুই নয্যিততে এক রোজা পালন এবং ইবাদতগুলোর একটি অপরটির মধ্যে প্রবশে করা সংক্রান্ত  
মাসয়ালা

প্রশ্ন

চন্দ্রমাসরে তনি দিনরে রোজা ও আরাফা দিনরে রোজার নয্যিত কি একত্রে করা যাবে? আমরা কি দুটোরই সওয়াব পাব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ইবাদতগুলোর একটি অপরটির মধ্যে প্রবশে করা দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার:

অশুদ্ধ প্রকার: (১) যবে সমস্ত ইবাদত স্বতন্ত্রভাবে উদ্দষ্টি অথবা (২) যবে সমস্ত ইবাদত অন্য কোন ইবাদতরে অনুবর্তী সবে সব ইবাদতরে একটি অপরটির মধ্যে প্রবশে করবে না। যমেন কোন ব্যক্তরি যদি ফজররে সুন্নত নামাজ ছুটে যায়; এমনকি সূর্য উঠে সালাতুত দোহা এর সময় উপনীত হয় সক্ষেত্রে সালাতুত দোহা এর বদলে ফজররে সুন্নত যথেষ্ট হবে না অথবা ফজররে সুন্নত এর বদলে সালাতুত দোহাও যথেষ্ট হবে না এবং এ দুই নামায়কে এক নয্যিততে আদায় করা যাবে না। কারণ ফজররে সুন্নত স্বতন্ত্র একটি ইবাদত এবং সালাতুত দোহা স্বতন্ত্র আরকেটি ইবাদত। একটির পরবর্তে অন্যটি যথেষ্ট হবে না।

একইভাবে যদি কোন একটি ইবাদত তার আগরে ইবাদতরে অনুবর্তী হয় সক্ষেত্রেও এই ইবাদতগুলোর একটি অন্যটির মধ্যে প্রবশে করা শুদ্ধ নয়। যদি কোন ব্যক্তি একথা বলে যবে আমি ফজররে সালাতরে নয্যিততে ফরজ ও সুন্নত দুটো একসাথে আদায় করতে চাই, তবে আমরা বলব সটো শুদ্ধ হবে না। কারণ ফজররে সুন্নত সালাত ফজররে ফরজ সালাতরে অধীন তাই এটা ওটার পরবর্তে যথেষ্ট হবে না।

দ্বিতীয় প্রকার:

যবে ইবাদতরে দলীল দ্বারা স্ব-জাতীয় যবে কোন ইবাদত পালন উদ্দেশ্যে; স্বতন্ত্রভাবে বিশেষে কোন ইবাদত পালন উদ্দষ্টি নয় এমন ইবাদতগুলোর একটি অপরটির মাঝে প্রবশে করতে পারে। যমেন কোন ব্যক্তি মসজিদে ঢুকে লোকদেরকে সালাতুল



ফজর আদায়রত অবস্থায় পলেনে। মসজিদে প্রবশে করলে দুই রাকাত (তাহয়্বাতুল মসজিদ) সালাত আদায় না করে বসা যায় না- এ বখান সবাই জানে। এখন এ ব্যক্তি যদি ইমামের সাথে ফরজ নামাজের জামাতে যোগদান করেনে তবুও তিনি সেই দুই রাকাত (তাহয়্বাতুল মসজিদ) নামাজেরে সওয়াব পয়ে যাবনে। কেনে? কারণ তাহয়্বাতুল মসজিদে উদ্দেশ্য মসজিদে প্রবশেরে পর য়ে কোনে প্রকারেরে দুই রাকাত সালাত আদায় করা। অনুরূপভাবে কোনে ব্যক্তি যদি সালাতুত দোহার সময় মসজিদে প্রবশে করে দুই রাকাত সালাত আদায় করে এবং এর দ্বারা সালাতুত দোহার নিয়ত করে তবে তা তাহয়্বাতুল মসজিদ এর স্থলেও যথেষ্ট হবে। আর যদি সে উভয় নামায (তাহয়্বাতুল মসজিদ ও সালাতুত দোহা) এর নিয়ত করে তবে তা অধিক পরিপূর্ণ।

এটি হল ইবাদতসমূহেরে একটি অপরটির মাঝে প্রবশে করার ক্ষেত্রে মূলনীতি। একই নীতি রোজার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যমেন: আরাফার দিনেরে রোজা। এখনে উদ্দেশ্য হল- এই দিনটি সিয়াম পালনরত অবস্থায় কাটানো। তা প্রতি মাসেরে তিনিদিন রোজা পালনেরে নিয়তই হোক অথবা আরাফার দিনেরে রোজার নিয়তই হোক। তবে আপনি যদি শুধু আরাফার দিনেরে জন্য নিয়ত করে থাকনে, তবে তা সেই তিনিদিনেরে সিয়ামেরে জন্য যথেষ্ট হবে না। আর যদি (আরাফার দিনে) সেই তিনি দিনেরে কোনে একদিনেরে নিয়তই সিয়াম পালন করে থাকনে, তবে তা আরাফার দিনেরে জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি উভয় প্রকার রোজার নিয়ত করেনে তবে তা বেশী ভালো।